গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১০০০
বিদ্যালয়-২ শাখা

নং- ৩৮.০০৮.০২২.০০.০০.০০২.২০১১-

তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

প্রজ্ঞাপন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ ও বদলির বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নূতন নীতিমালা জারি করা হলো। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বাতিল মর্মে গণ্য হবে।

ক. বদলীর যোগ্যতাঃ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত কোন শিক্ষক যোগদানকৃত বিদ্যালয়ে তাঁর চাকরির বয়স ২(দুই) বৎসর পূর্ণ হলে বদলির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১. বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান অব্যাহত রাখার স্বার্থে শিক্ষক সমন্বয়/স্বাভাবিক নিয়মে/প্রশাসনিক কারণে প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক বদলীর প্রয়োজন হলেঃ

(i) উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার অধিক্ষেত্রের মধ্যে বদলীর প্রস্তাব উপজেলা/থানা সহকারি শিক্ষা অফিসারের মতামত নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর দাখিল করবেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উক্ত প্রস্তাব অনুমোদনের পর উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার বদলীর আদেশ জারী করবেন;

(ii) একই জেলার মধ্যে আন্তঃউপজেলা/থানায় বদলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। বিভাগীয় উপ-পরিচালকের অনুমোদনের পর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদলীর আদেশ জারী করবেন;

(iii) একই বিভাগের মধ্যে আন্ত:জেলা বদলীর ক্ষেত্রে বিভাগীয় উপ-পরিচালক বদলীর আদেশ জারী করবেন। এক্ষেত্রে তিনি মহাপরিচালকের পুর্বানুমোদন গ্রহণ করবেন। এরূপ বদলীর ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে তিনি পদশূন্যতা/প্রাপ্যতা এবং বিদ্যমান শর্তাবলী পূরণ হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নেবেন;

(iv) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যে কোন কারণে আন্ত:উপজেলা/থানা, আন্ত:জেলা, আন্ত:বিভাগ বদলীর আদেশ জারী করতে পারবেন;

(v) প্রশাসনিক প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় যে কোন বদলীর আদেশ জারী করতে পারবে।

বদলী কালঃ

প্রতি শিক্ষা বছরের জানুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে একই উপজেলা/থানা, আন্ত:উপজেলা/থানা, আন্ত:জেলা ও আন্ত:বিভাগ বদলি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বদলিকৃত সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বদলি আদেশ জারির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বদলিকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান করবেন। এর ব্যত্যয় হলে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন;

খ. সমন্বয় বদলীঃ

একই উপজেলা/থানায় বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে শ্রেণীকক্ষ ও ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) বা তদূর্ধ্ব শিক্ষকবিশিষ্ট বিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদক্রমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সমন্বয় বদলির আদেশ প্রদান করতে পারবেন। তবে কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক (শ্রেণীকক্ষ ও ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে) বদলি করা যাবে না। মহানগরীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমন্বয় বদলির আদেশ জারী করতে পারবেন। সমন্বয় বদলির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অনুসরণ করতে হবে;

অ) প্রারম্ভিক বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে সমন্বয় বদলির কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
আ) প্রথমে পুরুষ শিক্ষকদের সমন্বয় বদলি করতে হবে;
ই) সমন্বয়ের ক্ষেত্রে চাকরিতে কনিষ্ঠদের প্রথমে বদলি করতে হবে;
ঈ) ছাত্র-শিক্ষকের কাঙ্খিত অনুপাত ৫০ঃ১ ধরতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ১ শিফটে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী এবং ২ শিফটে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীর মোট ছাত্রসংখ্যাকে কর্মরত শিক্ষকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত নির্ণয় করতে হবে;
উ) ৪ (চার) বা তার কম শিক্ষকবিশিষ্ট বিদ্যালয় থেকে সমন্বয় বদলি করা যাবে না।

গ. কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবসর উত্তর ছুটিতে (পিএলআর) গমনের পূর্ববর্তী ১(এক) বছর সময়ের মধ্যে পারস্পারিক বদলি/সমন্বয় বদলি করা যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পদ শুন্য থাকা সাপেক্ষে সুবিধাজনক স্থানে বদলি করা যাবে।

ঘ. যে সকল বিদ্যালয়ে ৪ (চার) জন বা তার কম সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন সে সকল বিদ্যালয় থেকে প্রতিস্থাপন ব্যতিরেকে বদলি করা যাবে না। প্রতিস্থাপন ব্যতিরেকে কোন শিক্ষকের বদলি একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালকের অনুমতিক্রমে বদলি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হবে না মর্মে সুনিশ্চিত হয়ে বদলির অনুমতি প্রদান করবেন। যে সকল বিদ্যালয়ে ৪ (চার) জন বা তার কম সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন সে সকল বিদ্যালয় হতে প্রতিস্থাপন সাপেক্ষে কোন শিক্ষককে বদলি করতে হলে বদলি আদেশে উক্ত শিক্ষককে প্রতিস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম ও বদলি সংক্রান্ত নির্দেশও একই সাথে প্রদান করতে হবে।

ঙ. কোটা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় শুন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে যে সকল শিক্ষককে নিয়োগবিধি অনুসারে নিজ উপজেলার/থানার বাইরে অন্য উপজেলায়/থানায় নিয়োগদান করা হয়েছে তাঁরা তাঁদের নিজ উপজেলায়/থানায় বদলি হতে ইচ্ছা পোষণ করলে এবং উক্ত উপজেলায়/থানায় পদ শুন্য থাকলে সমপ্রকৃতির পদে তাঁদের নিজ নিজ উপজেলা/থানায় বদলি করা যাবে।

এরূপ ক্ষেত্রে বহিরাগত শিক্ষক হিসেবে ১০% শর্ত বিবেচিত হবে না কিন্তু বদলির ক্ষেত্রে ২ (দুই) বছর চাকুরীর শর্তটি বিবেচিত হবে। তবে, 'সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০০৯' এ ৭(১)(খ) ধারার আওতায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের কোটায় এবং পোষ্য কোটায় নিয়োগকৃত যে সকল শিক্ষক নিজ উপজেলা/থানায় বাইরে অন্য উপজেলা/থানা, জেলা ও বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা তাদের নিজ উপজেলা/থানায় বদলি হতে ইচ্ছা পোষণ করলে শুন্যপদ সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বদলির আদেশ জারী করতে পারবেন। তবে, মহিলা শিক্ষকদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এরূপ বদলির ক্ষেত্রে চাকুরির মেয়াদ ২ (দুই) বছর পুর্তির শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

চ. নদী ভাঙ্গন/অন্য কোন কারণে কোন শিক্ষক-শিক্ষিকার স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পরিবর্তিত ঠিকানায় বদলির সুযোগ দেয়া যাবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং পরিবর্তিত স্থানের চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। বিষয়টি বিবেচনার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানায় জমির দলিল, হাল খতিয়ান নম্বর, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ ও পৌর/ইউনিয়ন পরিষদ কর পরিশোধের রশিদ আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে। বহিরাগত হিসেবে ১০% শর্তটি বিবেচিত হবে না।

ছ. কোন উপজেলা/থানার অংশবিশেষ যদি বিযুক্ত করে অন্য উপজেলা/থানার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি সেই অন্য উপজেলা/থানার সাথে সংযুক্ত এলাকার বিদ্যালয়ে থেকে যান, তবে তাঁরা নিজেদের মূল উপজেলা/থানায় বদলির সুযোগ পেতে পারেন। বিষয়টি বিবেচনার সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকার স্থায়ী ঠিকানার জমির দলিল, হাল খতিয়ান নম্বর, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ ও পৌর/ইউনিয়ন পরিষদ কর পরিশোধের রশিদ আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে।

জ. মেট্রোপলিটন ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার থানা শিক্ষা অফিসারের আওতাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয়সমূহে সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে থেকে কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলি হয়ে আসতে পারবেন না। তবে কোন শিক্ষক আগ্রহী হলে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে দেশের অন্য যে কোন উপজেলায়/থানায় বদলি নীতিমালার শর্তপূরণক্রমে বদলি হতে পারবেন। এরূপভাবে বদলিকৃত শিক্ষক পরবর্তীকালে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকার থানা শিক্ষা অফিসারের নিয়ন্ত্রধীন কোনো বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না। উল্লেখ্য যে, মেট্রোপলিটন ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বদলি বিবেচনার ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন বা সিটি কর্পোরেশন এলাকাকে একক ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ঝ. উপজেলা/থানার মধ্যে একই পদে একাধিক বদলিযোগ্য আগ্রহী প্রার্থী থাকলে উক্ত পদে বদলির জন্য চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারন করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং তা উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। কোন অবস্থাতেই জ্যেষ্ঠতা তালিকা লঙ্ঘন করে বদলি করা যাবে না।

ঞ. উপজেলা/থানায় কোন পদ শুন্য হলে সেই পদে বদলি হওয়ার জন্য উক্ত উপজেলা/থানার প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন। উপজেলা/থানার প্রার্থীদের বদলির পর যে পদ শুন্য থাকবে সেই পদে অন্য উপজেলা/থানা/জেলা/বিভাগের শিক্ষকগণ বদলি নীতিমালার সংশ্লিষ্ট শর্তাদি পূরণসাপেক্ষে বদলির জন্য বিবেচিত হতে পারবেন। তবে উল্লেখ্য যে, একই উপজেলার অন্তর্গত এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে স্বীয় আবেদক্রমে বদলি হওয়ার পর বা উপজেলার বাইরে থেকে বদলি হয়ে আসার কোন শিক্ষক পরবর্তী ১(এক) বৎসরকালের মধ্যে উক্ত উপজেলার অপর কোন বিদ্যালয়ে বদলির জন্য বিবেচিত হবেন না। অপরদিকে উপজেলার বাইরে বদলি হতে ইচ্ছা পোষন করলে ১ বছরের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

ট. আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা প্রশাসনিক প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি করা যেতে পারে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জেলার মধ্যে যে কোন উপজেলা/থানায় বদলি করা যাবে। বিভাগীয় উপ-পরিচালকের পূর্বানুমোদনক্রমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদলির আদেশ জারী করবেন। প্রশাসনিক কারণে বদলি হওয়ার ২ (দুই) বছরের মধ্যে উক্ত শিক্ষক বদলির জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রশাসনিক কারণে বদলির সংখ্যা ও পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রতি ৩(তিন) মাসঅন্তর অব্যবহিত পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদন অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য যে, কোন শিক্ষককে তার আবেদনের সূত্রে বদলি করা হলে তিনি আনুষাঙ্গিক কোন ভ্রমণ ভাতা/দৈনিক ভাতা পাবেন না। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা/থানায় পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে বদলির অপরাপর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে একই উপজেলা/থানা,আন্তঃউপজেলা/থানা, আন্তঃজেলা/আন্তঃবিভাগ পারস্পরিক বদলি বিবেচনা করা যাবে।

ঠ. উপজেলা/থানার মোট পদের সর্বাধিক ১০% পদে সংশিষ্ট উপজেলার/থানার বাইরে থেকে শিক্ষক বদলি হয়ে আসতে পারবেন। এসব ক্ষেত্রে সংশিষ্ট উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার তাঁর উপজেলা/থানাধীন বিদ্যালয়ে বাইরে থেকে বদলিকৃত শিক্ষকদের হালনাগাদ তালিকা একটি রেজিস্টারে সর্বদা সংরক্ষণ করবেন। নীতিমালা জারির তারিখ থেকে ১০% হিসেব করা হবে।

ড. শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরির মেয়াদ কমপক্ষে ২ (দুই) বছর হলে নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণক্রমে আন্তঃউপজেলা/আন্তঃথানা, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগ বদলির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে:

১. শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরির মেয়াদ কমপক্ষে ২ (দুই) বছর হলে তারা বদলি নীতিমালার অপরাপর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আন্তঃউপজেলা/আন্তঃথানা, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগ বদলির জন্য বিবেচিত হতে পারবেন। উক্ত ২ বছরের মধ্যে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের একই উপজেলায় শূন্যপদ থাকা সাপেক্ষে বদলি হতে কোন বাধা নেই। তবে, নিজ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বদলি হলে তিনি বদলির পর এক বছর অতিক্রান্ত না হলে পুনঃবদলির জন্য বিবেচিত হবেন না।

২. কোন শিক্ষক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হলে এবং তার নতুন যোগদানকৃত পদে চাকরির মেয়াদ দুই বছর অতিক্রান্ত না হলে তিনি আন্তঃউপজেলা, আন্তঃজেলা এবং আন্তঃবিভাগ বদলির জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে এ সময় শূন্যপদ থাকলে তিনি একই উপজেলায় অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রেও নিজ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বদলি হলে তিনি বদলির পর এক বছর অতিক্রান্ত না হলে পুনঃবদলির জন্য বিবেচিত হবেন না।

অ) বিবাহের পরে শিক্ষিকাদের স্বামীর ঠিকানায় বদলির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ 'ঠ'-এর ১০% শর্ত প্রযোজ্য হবেনা। একটি শূন্যপদের বিপরীতে আবেদনকারী শিক্ষিকা একজন হলে তাঁকে উক্ত শূন্যপদে বদলি করা যাবে। একটি শূন্যপদের বিপরীতে এই ধরনের একাধিক আবেদনকারী থাকলে আবেদনকারীদের চাকরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বদলি করা হবে। অনুরূপভাবে কর্মরত পুরুষ শিক্ষকদের স্ত্রী বদলি হলে তারাও বদলির সুযোগ পাবেন; তাদের ক্ষেত্রেও অনুচ্ছেদ'ঠ' এর ১০% শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

আ) যে সকল শিক্ষিকা চাকরিলাভের পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও উপ-অনুচ্ছেদ (অ) -এ উল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

ই) বিবাহিতা শিক্ষিকাগণ স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা অথবা কর্মস্থলে পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে তাঁদের কাবিননামা/বিয়ের প্রতয়নপত্রসহ লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বদলিযোগ্য হবেন। এক্ষেত্রে স্বামীর ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র হিসেবে সংশিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

ঈ) বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা শিক্ষিকাকে তাঁর ইচ্ছানুসারে অন্যত্র বদলির সুযোগ দেয়া যাবে। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা শিক্ষিকা পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে স্বামীর কর্মস্থলে অথবা স্বামীর স্থায়ী ঠিকানায় বদলি হতে পারবেন। স্বামীর ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র হিসেবে সংশিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

উ) যেসব শিক্ষকের স্ত্রী/স্বামী সরকারি বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, সেসব শিক্ষককে স্ত্রী/স্বামীর কর্মস্থলে বদলির সুযোগ দেয়া যেতে পারে। তবে এ সুযোগ তাঁরা সমগ্র চাকুরিকালে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার গ্রহণ করতে পারবেন (সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত)।

ঢ. ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখের পূর্বে নিয়োগকৃত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যে ঠিকানায়ই শুন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকুন না কেন নিজের স্থায়ী ঠিকানায় বদলির ক্ষেত্রে তাদের জন্য ১০% বহিরাগতের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

ণ. পদ শুন্য হওয়ার পূর্বে শিক্ষকদের বদলির কোনো অগ্রিম আদেশ প্রদান করা যাবে না।

ত. সি-ইন-এড প্রশিক্ষণে এক বা একাধিক শিক্ষকের যোগদানের কারণে কোন বিদ্যালয়ে পাঠদান গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত বিদ্যালয়ে অপর কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সাময়িকভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এরূপ সংযুক্তির আদেশ প্রদান করবেন। প্রশিক্ষণাধীন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রশিক্ষণ শেষে নিজ পদে প্রত্যাবর্তন করলে এরূপ সংযুক্তির আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে মর্মে সংযুক্তি আদেশে উল্লেখ থাকতে হবে।

২. সরকার প্রশাসনিক কারণে যে কোন ধরণের শিক্ষককে যে কোন সময় যে কোন স্থানে বদলি করতে পারবে।

৩. ইতঃপূর্বেকার বিধান অনুযায়ী শিক্ষকগণ যে প্রকৃতির পদে নিয়োগ পেয়েছেন, শুধুমাত্র সে প্রকৃতির পদসমূহেই বদলির জন্য বিবেচিত হবেন। বর্তমানে যেহেতু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সকল পদই রাজস্বপদ, সেহেতু যে প্রকৃতির পদেই নিয়োগপ্রাপ্ত হোন না কেন, শুন্যপদ থাকা সাপেক্ষে শিক্ষকদেরকে যে কোন প্রকৃতির পদেই (অর্থাৎ মূল রাজস্ব, রূপান্তরিত রাজস্ব, নবসৃষ্ট রাজস্ব, পিইডিপি-২ এর আওতায় সৃষ্ট রাজস্বপদ) বদলি নীতিমালার অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে বদলি করা যেতে পারে।

রাস্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাঃ/-
(জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
উপসচিব (বিদ্যালয়)
ফোনঃ ৭১৬৭৯০১

নং- ৩৮.০০৮.০২২.০০.০০.০০২.২০১১-৬৩১

তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪১৮ / ১৯ জুলাই ২০১১

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বিতরণঃ

১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।
২. মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৫. উপসচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. পরিচালক (প্রশাসন/পলিসি ও অপারেশন), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।
৭. উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ, লেখসামগ্রী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৮. সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর বিভাগ।
১০. অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সংরক্ষণ নথি।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৭/২০১১
(জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
উপসচিব (বিদ্যালয়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং প্রাশিঅ/২এ-১/বিদ্যা-নীতিমালা/২০১১/৪৬৬/৬২৮

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪১৮ / ২৮ জুলাই ২০১১

অনুলিপি ও অবগতি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। পরিচালক, প্রশাসন/প্রশিক্ষণ/পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন/পলিসি ও অপাশেন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/অর্থ ও সংগ্রহ/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
৩। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), জেলা .....তাঁর আওতাধীন সকল থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৪। সুপারিনটেনডেন্ট, ... পিটিআই, জেলাঃ ..... তাঁর আওতাধীন সকল থানা/উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)।
৫। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (সকল), ...।
৫। সংরক্ষণ নথি।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৭/২০১১
মোঃ ইউসুফ আলী
সহকারী পরিচালক (বিদ্যালয়)
মহাপরিচালকের পক্ষে